بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّي عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْم

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ হযরত আবুবকর সিদ্দীক আব্দুল্লাহ্ বিন ওসমান (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

৩ ডিসেম্বর ২০২১

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ)'র স্মৃতিচারণ শুরু হবে। অজ্ঞতার যুগে তাঁর নাম ছিল আব্দুল কা'বা কিন্তু মহানবী (সাঃ) তাঁর নাম পরিবর্তন করে রেখেছিলেন আব্দুল্লাহ্। তাঁর উপনাম ছিল আবুবকর তথা উপাধি ছিল আতীক এবং সিদ্দীক। তাঁর জন্ম হয়েছিল আমুলফীল বর্ষের দুই বৎসর ছয় মাস পরে অর্থা ৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর জন্মগত সম্পর্ক ছিল কুরাইশ বংশের বনু হাসিম নামক গোত্রের বনু তমীম বিন মর্রা-র সহিত। তাঁর পিতার নাম ছিল, উসমান বিন আমের এবং তাঁর উপনাম ছিল আবু কোহাফা এবং তাঁর মায়ের নাম ছিল সালমা বিনতে সাখ্র বিন আমের এবং তাঁর উপনাম ছিল উম্মুল খায়র। এক উক্তি মোতাবেক তাঁর মায়ের নাম ছিল, লায়লা বিনতে সাখ্র। হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বংশবৃক্ষ সপ্তম পূর্বপুরুষে মুর্রাহ্'তে গিয়ে মহানবী (সাঃ)এর সাথে মিলে। এমনিভাবে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র মায়ের বংশধারা দাদা এবং নানা যুগপৎ উভয় দিক থেকে ষষ্ঠ পূর্বপুরুষে গিয়ে মহানবী (সাঃ)এর সাথে মিলে। হযরত আবুবকর (রাঃ)'র পিতা-মাতা হযরত আবুবকর (রাঃ)'র মৃত্যুর পরও জীবিত ছিলেন আর তাঁরা উভয়ে তাদের পুত্র তথা হযরত আবুবকর (রাঃ)'র সম্পত্তির উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। হযরত আবুবকর (রাঃ)'র মৃত্যুর পর প্রথমে তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়, এরপর তাঁর পিতা ১৪ হিজরীতে ৯৭ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর পিতা মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু তাঁর মাতা প্রারম্ভিক যুগে ইসলাম কবুল করেছিলেন। মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীরা যখন নিভৃতে ইবাদতের জন্য দ্বারে আরকামে অবস্থান করছিলেন আর যখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র আটত্রিশজন, তখন আবুবকর (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর সমীপে নিবেদন করে সকল সাহাবী-সহ রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)কে সঙ্গে করে মসজিদে হারামে এসে উপস্থিত হন। সেখানে হযরত আবুবকর (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর উপস্থিতিতে লোকদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সাঃ)এর প্রতি আহ্বান জানান। বক্তব্য শুনে মুশরিকরা প্রহারের জন্য হযরত আবুবকর (রাঃ) ও অন্যান্য মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাঁদেরকে প্রচণ্ড মারধর করে। হযরত আবুবকর (রাঃ)কে পদতলে পিষ্ট করা হয় এবং তাঁকে অত্যধিক প্রহার করা হয়। তারা হযরত আবুবকর (রাঃ)কে এতটাই প্রহার করেছিল যে, তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে তাদের কোন সন্দেহ ছিল না। তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। যখন তাঁর কিছুটা জ্ঞান ফিরে আসে তখন তিনি (রাঃ)সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করেন, মহানবী (সাঃ)কেমন আছেন? হযরত আবুবকর (রাঃ)'র মা–উম্মে জামীল (রাঃ)এর নিকট যান। উম্মে জামীল তার মায়ের সাথে আবুবকর (রাঃ)'র কাছে আসেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, মহানবী (সাঃ) কেমন আছেন? উম্মে জামীল বলেন, আপনার মা-ও একথা শুনছেন। তখন তিনি (রাঃ) বলেন, তিনি তোমার গোপন সংবাদ প্রকাশ করবেন না। এটি শুনে উম্মে জামীল বলেন, মহানবী (সাঃ) কুশলেই আছেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'তিনি (সাঃ) এখন কোথায়?' উম্মে জামীল বলেন, 'দ্বারে আরকামে'। এখানে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র রসূল প্রেমের অসাধারণ মান প্রত্যক্ষ করুন। এ কথা শুনে হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন,

‘খোদার কসম! আমি মহানবী (সাঃ)এর সমীপে উপস্থিত হবার পূর্বে খাবার স্পর্শ করবো না আর পানিও পান করবো না। অতঃপর হযরত আবুবকর (রাঃ)তাঁর মায়ের শরীরে ভর করে হাঁটতে হাঁটতে মহানবী (সাঃ)এর কাছে পৌঁছান। তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) গভীরভাবে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। মহানবী (সাঃ) যখন হযরত আবুবকর (রাঃ)’র এই অবস্থা দেখেন তখন তিনি চুমু দেয়ার জন্য হযরত আবুবকর (রাঃ)’র দিকে ঝুঁকেন। এরপর হযরত আবুবকর (রাঃ) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! ইনি আমার মা, যিনি নিজ পুত্রের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। সংক্ষিপ্ত কথাগুলো বলার পরে আরো বলেন যে, হতে পারে আল্লাহ্‌তা’লা আপনার বদৌলতে তাকে আগুণ থেকে রক্ষা করবেন অর্থাৎ, তিনি হয়ত ঈমান আনবেন। তখন মহানবী (সাঃ) তাঁর মায়ের জন্য দোয়া করেন আর তাঁকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান। এতে তিনি ইসলাম কবুল করেন। এভাবে হযরত আবুবকর (রাঃ)’র মা শুরুতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আবুবকর (রাঃ)’র ‘আতীক’ উপাধীর দেয়ার কারণ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত আবুবকর (রাঃ) মহানবী (সাঃ)’র নিকট আসলে তিনি (সাঃ) বলেন, **“আনতা আতিকুল্লাহে মিনান নার”** অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগুণ থেকে মুক্ত। তাই সেদিন থেকে তাকে ‘আতীক’ উপাধি প্রদান করা হয়। কোন কোন ইতিহাসবিদের মতে ‘আতীক’ হযরত আবুবকর (রাঃ)’র উপাধি নয় বরং তাঁর নাম ছিল; কিন্তু এটি সঠিক নয়। হযরত আবুবকর (রাঃ)’র দ্বিতীয় উপাধি সিদ্দীক রাখার যে কারণ বর্ণনা করা হয় তাহলো, অজ্ঞতার যুগে তাঁকে এই উপাধি দেয়া হয়েছিল সেই সততার জন্য যা তাঁর পক্ষ থেকে প্রকাশ পেত। আরো বলা হয়ে থাকে যে, মহানবী (সাঃ) তাঁকে যেসব সংবাদ দিতেন সেগুলো সম্পর্কে মহানবী (সাঃ)এর দ্রুত সত্যায়নের কারণে তাঁর সিদ্দীক উপাধি প্রসিদ্ধি পায়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাতের বেলা যখন মহানবী (সাঃ)কে বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়, (অর্থাৎ ইসরার ঘটনা যখন সংঘটিত হয়) আর পরদিন সকালবেলায় যখন মহানবী (সাঃ) এ বিষয়টি বলেন, তখন লোকদের মধ্যে কানাঘুষা শুরু হয়ে যায়। যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) এ বিষয়ে জানতে পারেন তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন, সত্যিই কি তিনি (সাঃ) একথা বলেছেন? লোকেরা বলে, হঁ্যা! একথা শুনে হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন, তিনি (সাঃ) যদি একথা বলে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তা সত্য। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এ ঘটনার বর্ণনায় বলেন, হযরত আবুবকর (রাঃ) মহানবী (সাঃ)এর সত্যায়ন করলে লোকেরা তাঁকে বলে, আপনি কি এই অযৌক্তিক কথায় বিশ্বাস করবেন? তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন, আমি তো তাঁর একথাও বিশ্বাস করি যে, সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর নিকট আকাশ থেকে ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ) যে, হযরত আবুবকর (রাঃ) কে সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করেছেন সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা’লাই ভালো জানেন যে, তাঁর মাঝে কী কী অনন্য বৈশিষ্ট্য বা পরাকাষ্ঠা ছিল। সত্যিকার অর্থেই হযরত আবুবকর (রাঃ) যে সততা দেখিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার।

আতীক ও সিদ্দীক ছাড়াও হযরত আবুবকর (রাঃ)’র অন্যান্য উপাধিও ছিল। যেমন–‘খলীফাতুর রাসুলুল্লাহ্’, ‘আওয়াহুন’ অর্থাৎ পরম সহিষ্ণু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। ‘আমীরুশ্ শাকিরীন’ এটিও একটি উপাধি। আমীরুশ শাকিরীনের অর্থ হলো, কৃতজ্ঞ লোকদের সর্দার বা নেতা। তথা ‘সানিয়াস্‌নাঈন’ উপাধিতেও তিনি সম্বোধিত হয়েছেন। যেমন আল্লাহ্‌তা’লার বাণী হলো ঃ

إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

যখন কাফেররা নিজ দেশ হতে মহানবী (সাঃ) ও হযরত আবুবকর (রাঃ) উভয়কে বার করে দেয়, সেই দেশে তাঁরা দুজনেই একাঙ্গীভূত ছিলেন। যখন তাঁরা উভয়েই গুহার ভেতর আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন তিনি (সাঃ) তাঁর সাথীকে বলেন, দুঃখ কোরো না নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ আমাদের সাথে রয়েছেন। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদের প্রতি সন্তোষজনক আয়াত নাযিল করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌তা’লা কষ্টের সময় এবং সঙ্কটময় অবস্থায় স্বীয় নবী (সাঃ)কে তাঁর মাধ্যমে সান্ত্বনা দিয়েছেন আর আস্‌সিদ্দীক নাম এবং দু’জাহানের নবীর নৈকট্যের বিশেষত্ব প্রদান করেছেন। এছাড়াও আল্লাহ্‌তা’লা তাঁকে ‘সানিয়াস্‌নাঈন’-এর গৌরবময় পোশাক পরিধান করিয়েছেন এবং স্বীয় বিশেষ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তোমরা এমন কোন ব্যক্তিকে চেন কি যাকে ‘সানিয়াস্‌নাঈন’ নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং দু’জাহানের নবীর বন্ধু আখ্যা দেয়া হয়েছে। তোমরা কি এমন কোন ব্যক্তিকে চেন যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে এভাবে

প্রশংসা করা হয়েছে এবং যার অজানা জীবন হতে হরেক প্রকার সন্দেহ দূর করা হয়েছে আর যার সম্পর্কে কোন ধারণাপ্রসূত সংশয়পূর্ণ কথা দিয়ে নয় বরং পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত দ্বারা এটি প্রমাণিত যে, তিনি আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে গৃহীত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত? তাঁর আরেকটি উপাধি হলো, 'সাহেবুর্ রসূল'। এর অর্থ হলো রসূলের সঙ্গী। হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বলার পরে এক ব্যক্তি যখন সূরা তৌবা পড়ে শোনায়, সে যখন আয়াত 'আজকুলু-লি-সাহিবিহি' পড়ে তখন তিনি (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমিই তাঁর (সাঃ)এর সঙ্গী ছিলাম।

তাঁর আরেকটি উপাধি হলো, 'আদমে সানী' (দ্বিতীয় আদম)। এটি হযরত আবুবকর (রাঃ)'র সেই উপাধি যা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁকে প্রদান করেন। হযরত আবুবকর (রাঃ)কে তিনি দ্বিতীয় আদম আখ্যা দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) 'সির্‌রুল খিলাফাহ্' পুস্তকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মুহাম্মদ (সাঃ)এর জ্যোতির প্রথম বিকাশ ছিলেন'।

তাঁর আরেকটি উপাধি হলো, 'খলীলুর্ রসূল' (রসূলের অন্তরঙ্গ বন্ধু)। মহানবী (সাঃ) বলেন, যদি আমি কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম তবে, আবুবকরকে বানাতাম। সহীহ্ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)'র বরাতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সাঃ) বলেন, আমি যদি মানুষের মধ্যে থেকে কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তবে হযরত আবুবকরকেই অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতাম, কিন্তু ইসলামের বন্ধুত্বই সর্বোত্তম।

হযরত আবুবকর (রাঃ)'র উপনাম আবুবকর এবং এই ডাকনামের একাধিক কারণও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কতকের মতে, 'বকর' যুবক উটকে বলা হয়। যেহেতু তিনি উট পালন এবং পরিচর্যার ক্ষেত্রে বিশেষ আগ্রহ ও দক্ষতা রাখতেন সেজন্য মানুষ তাঁকে 'আবুবকর' নামে ডাকতে আরম্ভ করেন। আবার কতকের মতে এই উপনামে আখ্যায়িত হওয়ার কারণ হলো, তিনি সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তাঁর পবিত্র গুণাবলীর মাঝে 'ইবতেকার' তথা সকল কাজে সর্বাগ্রে থাকার বৈশিষ্ট্যের কারণেই তাঁকে আবুবকর নামে আখ্যায়িত করা হয়।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ)'র দেহাবয়ব সম্পর্কে বর্ণনা করেন, তিনি (রাঃ) বলেন, হযরত আবুবকর (রাঃ) ফর্শা ও হ্যাংলা পাতলা গড়নের ছিলেন, গালে মাংস কম ছিল, কোমর সামান্য আনত ছিল। চেহারা ছিল স্বল্প মাংসল, চোখ ভেতরে বসা ছিল আর ললাট বা কপাল ছিল সুউচ্চ। হযরত আবুবকর (রাঃ) মেহেদী ও কাতমের খিযাব লাগাতেন। তিনি নম্র স্বভাবের এবং বংশের মধ্যে সকলের প্রিয়ভাজন ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী মানুষ ছিলেন এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও পুণ্যবান ছিলেন। ব্যবসায়ীক সাফল্যের পেছনে তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং অতুলনীয় চরিত্রেরও বড় ভূমিকা ছিল। মহানবী (সাঃ)এর নবুয়্যত লাভের সময় তাঁর মূলধন ছিল চল্লিশ হাজার দিরহাম।

প্রাক্ ইসলামিক যুগের কতিপয় ঘটনা রয়েছে। হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর সম্পদের প্রাচুর্য ও উন্নত চরিত্রের জন্য কুরাইশদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি কুরাইশ নেতাদের অন্যতম ছিলেন এবং তাদের পরামর্শসভার মধ্যমণি ছিলেন। তিনি সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয়, সম্মানিত ও দানশীল এবং স্বীয় সম্পদ তিনি অনেক বেশি ব্যয় করতেন। (তিনি) নিজ জাতিতে সবার নয়নমণি ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ভালো লোকদের সঙ্গে উঠাবসা করতেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যায় তিনি লোকদের মধ্যে অধিক পারদর্শী ছিলেন। অর্থাৎ এ বিষয়ে খুব পাণ্ডিত্য রাখতেন। ইসলামের পূর্বযুগে রক্তপন ও জরিমানা ইত্যাদি একত্রিত করার দায়িত্ব ছিল হযরত আবুবকর (রাঃ)'র গোত্র বনূ তায়েম বিন মুর্‌রাহ্'র ওপর। হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন যৌবনে উপনীত হন তখন এ দায়িত্ব তাঁর ওপর অর্পণ করা হয়। 'হিলফুল ফুযূল'-এ হযরত আবুবকর (রাঃ) একজন সভ্য বা সদস্য ছিলেন। এটি ছিল সেই বিশেষ চুক্তি যা দরিদ্র এবং নির্যাতিতদের সাহায্যের জন্য গঠিত করা হয়েছিল। এই সংগঠনে মহানবী (সাঃ)ও অংশ গ্রহণ করেছিলেন আর তাঁর সাথে হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)ও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই মহানবী (সাঃ)এর প্রতি তাঁর অর্থাৎ হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বিশেষ প্রীতি ও আন্তরিকতা ছিল; (তিনি) মহানবী (সাঃ)এর বন্ধুবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ বাণিজ্য যাত্রায় মহানবী (সাঃ)এর সফরসঙ্গী হওয়ার সম্মান (তিনি) লাভ করতেন। অজ্ঞতার যুগ থেকেই শির্‌ক এর প্রতি হযরত আবুবকর (রাঃ)'র (চরম) ঘৃণা ছিল এবং (তিনি তা) এড়িয়ে চলতেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) অজ্ঞতার যুগেও কখনো শির্‌ক করেন নি, আর কখনো কোন প্রতিমার সামনেও মাথা নত করেন নি। অজ্ঞতার যুগে(ই) তাঁর মদের প্রতি ঘৃণা ছিল।

হযরত আবুবকর (রাঃ)'র ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একদিন হযরত আবুবকর (রাঃ) হাকীম বিন হিযাম এর গৃহে ছিলেন তখন তাঁর দাসী এসে বলে, তোমার ফুপু খাদীজা (রাঃ) বলছে যে, তাঁর স্বামী মূসার মতো নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। তখন হযরত আবুবকর (রাঃ) সবার অলক্ষ্যে সেখান থেকে বেরিয়ে যান এবং মহানবী (সাঃ)এর সমীপে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

সীরাত ইবনে হিশাম এর তফসীর 'আররুসুল উনুফ' পুস্তকে হযরত আবুবকর (রাঃ)'র একটি স্বপ্ন এবং ইসলাম গ্রহণ করার ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ)এর আবির্ভাবের পূর্বে হযরত আবুবকর (রাঃ) একটি স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখেন যে, মক্কায় চাঁদ নেমে এসেছে। এরপর তিনি দেখেন, সেটি টুকরো টুকরো হয়ে মক্কার সর্বত্র এবং সকল গৃহে ছড়িয়ে পড়েছে। এর এক একটি টুকরো প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ করেছে, এরপর সেই চাঁদকে যেন তাঁর কোলে একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে। সাবিলুল হুদা পুস্তকে একটি রেওয়ায়েত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন এবং সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় সন্ন্যাসী বহীরা বলেন, 'আল্লাহতা'লা আপনার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করলে আপনাদের গোত্রের মধ্যে থেকে একজন নবীর আগমন ঘটবে। আপনি সেই নবীর জীবদ্দশাতেই তাঁর সাহায্যকারী হবেন আর তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর খলীফা হবেন'।

খুৎবার শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে, এ সম্পর্কিত অন্য আরো বর্ণনা রয়েছে; ইনশাল্লাহ্ তা আগামীতে বর্ণনা করা হবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

ONLINE SEND

KHULASA KHUTBA JUMMA HUZOOR ANWAR (ATBA)

3 DECEMBER 2021

Bangla Translation Compose & Distribute From

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in